দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 20 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭ ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের গ্যালারিতে চারটি বিভাগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান ও প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবু ইউসুফ —ইনকিলাব

চঃবিতে ৪টি বিভাগ উদ্বোধনকালে ভিসি ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্ধারিত বন্ধ অনাকাংক্ষিত

"বিশ্ববিদ্যালয়ের অনির্ধারিত বন্ধ অত্যন্ত অনাকাংক্ষিত। এতে করে দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসা ছাত্র-ছাত্রীরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা এরূপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই। এ ব্যাপারে সকল মহলের সহযোগিতা প্রয়োজন।" সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবনের ১নং গ্যালারিতে ভূগোল, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ও নৃবিজ্ঞান- এ চারটি নতুন বিভাগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান একথা বলেন।

বিজ্ঞান ও চিকিৎসা অনুষদের ডীন প্রফেসর ইউসুফ শরীফ আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত উদ্বোধনী সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবু ইউসুফ।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান আরো বলেন যে, দিনটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গৌরবময় দিন। বিশ্ববিদ্যালয় ২৪টি বিভাগের সংগে নতুন ৪টি বিভাগ যুক্ত করে মোট ২৮টি বিভাগে উন্নীত হলো। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এ বিভাগসমূহে ভর্তি হয়েছে তিনি তাদেরেক অভিনন্দন জানান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত আর্থিক বছরের শেষ তিনমাস বিভিন্ন ইউনিট তহবিল থেকে টাকা ধার করে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো হয়েছে। দেখা গেছে, একজন ছাত্রের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বছরে গড়ে ৩৫০ টাকা আয় করে অথচ একজন ছাত্রে পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় হয় প্রায় ২৯,০০০/- টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতন সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৯২১ সাল থেকে একজন ছাত্র যে হারে বেতন দিয়ে আসছে বস্তুত বেতনের সে হার এখনো বলবৎ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট সম্পর্কে তিনি বলেন, বাজেটের ৭২ শতাংশ ব্যয় হয় বেতন-ভাতা খাতে। বাকী টাকা ব্যয় হয় অন্যান্য খাতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাসমূহ রাতারাতি সমাধান করা যাবে না। তবে সম্মিলিত প্রয়াস থাকলে অনেক সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

বিশেষ অতিথির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবু ইউসুফ বলেন, ১৯৬৬ সালে ৪টি বিভাগ নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়। আজো ৪টি বিভাগের যাত্রা এক সংগে শুরু হলো। এটি একটি শুভ দিন। এ চারটি বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন সংযোজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষের সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকে শ্রেণীকক্ষের সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যেই আমরা চারটি বিভাগ চালু করেছি। সংশ্লিষ্ট ডীন সাহেবদের সংগে যোগাযোগ করে শ্রেণীকক্ষের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর এস এম মাহবুব-উল হক মজুমদারের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি প্রফেসর আহমদ ফজলী হাসান চৌধুরী, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ আলাউদ্দীন ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান বলেন, নতুন যে চারটি বিভাগ খোলা হলো সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপযোগিতার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামীতে আরো কয়েকটি বিভাগ খোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।